মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
Date:02-10-2015 Page: 04, Col 1-3 Size 24 Col*Inc

ব্যবসায় সক্ষমতা বেড়েছে, বাড়াতে হবে আরো

ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের ব্যবসায় পরিবেশের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সূচকে দুধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এই সূচকে গত বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০৯-এ আর এ বছর তা উঠে এসেছে ১০৭-এ। সূচকের এই অগ্রগতি নিশ্চিতভাবেই আমাদের ব্যবসা সক্ষমতা বৃদ্ধি নির্দেশ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আর্থসামাজিক অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও বিশ্ব বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে আছে। উল্লিখিত সূচকেই দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী এবং প্রতিযোগী দেশগুলো এখনো আমাদের তুলনায় বেশ এগিয়ে রয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অবস্থান শক্ত করতে হলে আমাদের অর্জনকে ধরে রেখে এগিয়ে যাওয়ার ধারাকে আরো বেগবান করতে হবে।

গত বুধবার ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা প্রতিবেদন-২০১৫-১৬' উপস্থাপন করে অর্থনীতি বিষয়ক বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। এ বছর মোট ১৪০টি দেশের ব্যবসায় উদ্যোক্তার মতামত জরিপের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে, যেখানে ব্যবসায় পরিবেশের সূচকে বাংলাদেশের দুই ধাপ এগোনোর তথ্য দেয়া হয়েছে। যেসব বিষয়ের ওপর প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে সেগুলো হলো– ব্যবসায়ে বাধা, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, আর্থিক খাতের পরিবেশ, বিদেশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও নতুনত্ব, নিরাপত্তা, সরকার, শিক্ষা ও মানবসম্পদ, স্বাস্থ্য, ট্যুরিজম, পরিবেশ ও ঝুঁকি। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের উন্নতির কারণে বাংলাদেশের এই অগ্রগতি হয়েছে। হোক, বাণিজ্য পরিবেশের ক্ষেত্রে বিশ্ব সূচকে দুধাপ এগিয়ে আসা অবশ্যই একটি অর্জন। তবে আমাদের এগোতে হবে আরো। কারণ আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলো আমাদের থেকে এ সূচকে অনেক এগিয়ে রয়েছে, তাদের এগোনোর গতিও বেশি। যেমন এই সূচকে প্রতিবেশী দেশ ভারত ৭১তম স্থান থেকে এগিয়ে ৫৫তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ভিয়েতনাম ৬৮ থেকে ৫৬তম অবস্থানে এগিয়ে এসেছে। তাদের তুলনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি সামান্যই বলতে হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের প্রতিবেদন বলছে, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, সুশাসন, আর্থিক খাতের দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশের তেমন উন্নতি হয়নি। অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দুর্নীতি ও দুর্বল সরকার ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের বড় ধরনের উন্নয়ন আসছে না মনে করে সিপিডি। সিপিডির পর্যবেক্ষণ– বাংলাদেশে এখনো বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে পিছিয়ে থাকার ফলে আমদানি-রপ্তানি উভয় খাতেই ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আকাশপথের অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও সড়ক, নৌ ও রেলপথের অবস্থা ভালো নয়। অর্থাৎ পরিবহনেও ব্যয় বাড়ছে। বিনিয়োগ পরিবেশের অভাব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকা, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্নীতি, ব্যবসায়ে উচ্চহারে ট্যাক্সসহ কয়েকটি কারণে দেশ থেকে মুদ্রা পাচার হচ্ছে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। আমরা প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ বিশ্বে কোনো অর্জন নিয়েই আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। অর্জনকে ধরে রাখতে হবে এবং অগ্রগতির ধারাকে আরো গতিশীল করতে হবে আমাদের। বিশ্ব পরিসরে বাণিজ্য সক্ষমতা অর্জনে আমরা অগ্রগতির ধারায় রয়েছি এটা ভালো খবর, তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের এগোতে হবে আরো অনেক। এর জন্য এ পথে যেসব বাধা-বিপত্তি চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো উত্তরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। বাণিজ্য সক্ষমতার উন্নয়নে উপযুক্ত অবকাঠামো, নীতি-কৌশলের সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, সুশাসনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীলদেরই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

কোনো অর্জন নিয়েই আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। অর্জনকে ধরে রাখতে হবে এবং অগ্রগতির ধারাকে আরো গতিশীল করতে হবে আমাদের। বিশ্ব পরিসরে বাণিজ্য সক্ষমতা অর্জনে আমরা অগ্রগতির ধারায় রয়েছি এটা ভালো খবর, তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের এগোতে হবে আরো অনেক। এর জন্য এ পথে যেসব বাধা-বিপত্তি চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো উত্তরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে।

বণিক বার্তা
Date:02-10-2015 Page 04 Col 1-2 Size: 13 Col*Inc

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় অগ্রগতি

সুশাসন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর দিন

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) ১৪০টি দেশে 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদন-২০১৫' প্রকাশ করেছে বুধবার। ঢাকায় বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রকাশ করে প্রতিবেদনটি। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের র‍্যাংকিংয়ে ৭-এর মধ্যে ৩ দশমিক ৭৬ স্কোর পেয়ে বাংলাদেশ রয়েছে ১০৭তম অবস্থানে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে আমাদের স্কোর ছিল ৩ দশমিক ৭২ এবং অবস্থান ছিল ১০৯তম। অর্থাৎ স্কোরে ১ দশমিক ১ শতাংশ অগ্রগতি র‍্যাংকিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে দিয়েছে আমাদের। *বণিক বার্তার* কাছে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক মন্তব্য জানিয়েছেন, এ বছর ১৪০টি দেশের বদলে আগের বছরের ১৪৪টি দেশ বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশের অবস্থান আরেক ধাপ এগিয়ে ১০৬-এ উঠে আসত। এ কথার পর আর বলার অপেক্ষা রাখে না, বাস্তবিকই অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতায়। বিশেষত সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও অবকাঠামো উন্নয়নের মতো মৌলভিত্তিতে উন্নয়ন নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু খারাপ খবর হলো, দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন উদ্ভাবন ও সূক্ষ্মতা আনয়নে অবস্থানের নিম্নমুখিতা। প্রতিবেদনমতে, নতুন উদ্ভাবন ও সূক্ষ্মতা আনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্কোর থেকে দশমিক ৭ শতাংশ হ্রাস পাওয়ায় ১২২ থেকে ১২৩তম অবস্থানে সরে গেছে বাংলাদেশ। আবার দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আমাদের অবস্থান ১০৫তম; যা আগের বছরের তুলনায় দুই ধাপ অবনতি। খেয়াল করার মতো বিষয়, সার্বিকভাবে দক্ষতার অবনতিতে পণ্যবাজার দক্ষতার ঘাটতিই অধিক প্রভাব ফেলেছে বলে প্রতীয়মান। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, শ্রমবাজার, অর্থবাজারে উৎকর্ষ আনয়ন কিংবা প্রযুক্তিবাজার সম্প্রসারণেও দেখা যাচ্ছে দক্ষতার হ্রাস। সবাই প্রত্যাশা করবেন, সরকার দ্রুত দক্ষতার অবনতি রোধে দৃষ্টি দেবে। তার সঙ্গে এর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের ওপরও জোর দেয়া দরকার। নইলে আগামীতে আশানুরূপ পারফরম্যান্স দেখানো সম্ভব নাও হতে পারে বলে অনেকের শঙ্কা।

একই অনুষ্ঠানে আলোচ্য প্রতিবেদনের সঙ্গে সিপিডি প্রণীত তাৎক্ষণিক জরিপের বিস্তারিত জানা গেল সহযোগী এক দৈনিক মারফত। লক্ষণীয়, সে জরিপে অংশ নেয়া ৬২ শতাংশ ব্যবসায়ী মনে করেন, দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নেই। জরিপটিতে মাত্র ৫৬ জন ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় তা উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। কেননা একই ব্যক্তিদের ৬৯ শতাংশ কিন্তু মত দিচ্ছেন যে, অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। তাছাড়া এ জরিপে মতামত প্রদানকারী ব্যবসায়ীদের সম্পদ ১০ কোটি টাকার উপরে। তার মানে স্থানীয় মানদণ্ডে তাদের কমবেশি প্রভাব রয়েছে বাজারে। উপরন্তু একই জরিপে দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ বিদ্যমান বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছিলেন গত বছর। ফলে সরকারের উচিত হবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা। এ আলোচনায় শুরুতেই আসবে সুশাসন নিশ্চিতকরণের প্রশ্ন। সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতায় ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৩২তম। আবার পূর্ববর্তী বছরগুলোয় সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বাড়তে দেখা গেলেও তা কমেছে এবার। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মনে করেন, অগ্রগতির দিকে আমরা এখন হাঁটছি, আমাদের দৌড়াতে হবে। আর আশাবাদ অনুযায়ী বড় হতে চাইলে আমাদের সামনে সুশাসন ও দক্ষতার ঘাটতি দূর করা ছাড়া উপায় নেই। এ বিষয়ে সরকারের অধিক সক্রিয়তাই প্রত্যাশিত এখন।

The Daily Star
Date:02-10-2015 Page 14, Col 1-2 Size: 11 col*inc

GCI ranking improves marginally

Remove the stumbling blocks to growth

THE World Economic Forum's annual report on global competitiveness for 2015-16 has recently been made public. Whereas India has moved up 16 places to 55th place from last year and Sri Lanka improved its ratings five places by scoring 68 this year, Bangladesh managed to move up only two points to 107th from 109th in the Global Competitiveness Index (GCI). Yes, we have made significant strides in the areas of better macroeconomic management, and education. Bangladesh lags behind in some crucial areas: inadequate infrastructure, corruption, political stability, poor public health and limited access to finance. And though the government has moved forward to enhance efficiency of the administration, its reforms are lagging behind.

It is the considered opinion that without an active anti-corruption watchdog body, operating freely, the drive against corruption will not succeed. Again without a highly efficient bureaucracy, executing the numerous mega-projects undertaken by the government will face impediments. Going by the feedback on a survey conducted by the Centre for Policy Dialogue (CPD) received from 300 companies in the country, 75 per cent respondents believe the major hurdles to greater competitiveness lie in a less-than-adequate infrastructure and an insufficient and erratic power supply. 96 per cent of respondents, as opposed to 94 per cent the year before, believe the quality of public representatives has suffered.

Our performance in the South Asian context has been disappointing. Unless the nagging problems of infrastructure and good governance are addressed, our aspiration to move up in GCI may suffer a setback.

কালের কণ্ঠ
Date:02-10-2015 Page 10 Col 1-2 Size: 12 Col*Inc

সক্ষমতা সূচক ও বাংলাদেশ

প্রতিবন্ধকতাগুলোও দূর করতে হবে

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদনে (২০১৫-২০১৬) আমাদের জন্য তেমন কোনো সুখবর নেই। সামষ্টিক অর্থনীতি ও অবকাঠামোর মতো মৌল ভিত্তিগুলো খানিকটা জোরদার হলেও দক্ষতা বৃদ্ধিতে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। এক বছরের ব্যবধানে প্রতিবেশী ও সমমানের অর্থনীতির দেশ ভারত ৭১ থেকে ৫৫-তে উঠে এসেছে। ৬৮ নম্বরের ভিয়েতনাম এখন ৫৬ নম্বরে। শ্রীলঙ্কা ৭৩ থেকে ৬৮-তে উঠেছে। তাই ১৪০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ১০৯ থেকে ১০৭-এ উত্তরণকে সামান্যই বলতে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ বিবেচনায় ১০৬ দেশের পেছনে পড়ে থাকাও ইতিবাচক কিছু নয়!

সার্বিক বিচারে সূচক খানিকটা উঠলেও আপেক্ষিক বিচারে তা হতাশাব্যঞ্জক। ১৬ সমস্যার আলোকে সূচকটি নির্ধারিত হয়। এর প্রথম ছয়টিতে কোনোই পরিবর্তন আসেনি। এগুলো হচ্ছে অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, দুর্নীতি, অক্ষম আমলাতন্ত্র, সরকারের স্থিতিশীলতা নিয়ে সংশয়, ঋণ প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা ও সরকারি নীতির সমন্বয়হীনতা। শিক্ষিত শ্রমশক্তির অভাব, মূল্যস্ফীতি, অপরাধ ও চুরি এবং দুর্বল স্বাস্থ্যসেবা—এই চারটি সমস্যার মাত্রা আগের তুলনায় কমলেও পরিবর্তনটি সামান্য।

এবার বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন সূচকের ২৮ নম্বরে অপরিবর্তিত থাকা বাংলাদেশসহ অন্য উদীয়মান ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বড় চিন্তার কারণ বলেই মনে করছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। আমরা চীনের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির আশা করছি। দেশটি থেকে অনেক কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তর করা হবে বলেও প্রত্যাশা রয়েছে। সিপিডি মনে করছে, চীন স্থবিরতা থেকে বেরোতে না পারলে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। বার্তাটি আমরা যত দ্রুত অনুধাবন করতে পারব ততই মঙ্গল।

কিছুদিন আগেই বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়। এখন আমরা মধ্যম আয়ে উন্নীত হওয়ার লড়াইয়ে রয়েছি। এ ছাড়া জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সফল হওয়ার পর বাংলাদেশ এবার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে। এমন এক সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ নিয়ে নেতিবাচক কোনো সংবাদই কাম্য হতে পারে না।

ভারত এক লাফে ১৬ ধাপ এগোতে পারে, বাংলাদেশ কেন পারে না? অগ্রগতির পথে বাধাগুলো তো চিহ্নিত! তাহলে কেন সেগুলো গুঁড়িয়ে দিতে পারি না! কেন প্রতিবন্ধকতার সামনে বারবার অসহায় আত্মসমর্পণ! সাফল্যের পথে প্রতিবেশীরা এগিয়ে যাবে, আমরা পিছিয়ে থাকব—এ খুবই গ্লানিকর। যে বাধাগুলো আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশকে সংকীর্ণ করে রাখছে সেগুলো রাতারাতি দূর করা সম্ভব না। কিন্তু অপসারণ অভিযান তো শুরু করতে হবে! প্রশাসনে দুর্নীতি, আমলাতন্ত্রে অদক্ষতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা—এসব নতুন নয়। তার পরও পরিবর্তনের পথে আমাদের অভিযাত্রা শুরু না হওয়া বেদনাদায়ক।

মানবকণ্ঠ
Date:02-10-2015 Page 04, Col 1-2 Size: 10 Col*Inc

অর্থনৈতিক সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবস্থান

অর্থনৈতিক সক্ষমতায় দুই ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এগিয়ে যাওয়ার এই তথ্য উঠে এসেছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের রিপোর্টে। সারা বিশ্বের ব্যবসায়ীদের মতামতের ভিত্তিতে বিশ্বের ১৪০টি দেশ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর একযোগে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের পক্ষে রিপোর্ট প্রকাশ করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। দৈনিক মানবকণ্ঠে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অর্থনৈতিক ফেরামের রিপোর্ট অনুসারে ১৪০টি দেশের মধ্যে ২০১৪ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭তম। ২০১৩ সালে আমাদের এ অবস্থান ছিল ১০৯তম স্থানে। দুই ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং বাজারের আয়তনের দিকের লক্ষণীয় উন্নতি। প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মোট ১৬টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা দুর্নীতি। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, জরিপে মতামত দেয়া ৫৬ ব্যবসায়ীর মধ্যে ৯৬ শতাংশ ব্যবসায়ী মনে করেন রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক অবস্থান দুর্বল। তাদের মতে, জনগণের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার কঠোরভাবে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশের সমস্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে অবকাঠামো। তৃতীয় সমস্যা হলো সরকারের অস্থিতিশীলতা। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে রয়েছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। পুঁজির সহজলভ্যতা নেই। ব্যাংকে অলস টাকার পাহাড় জমা হলেও এখনো সুদের হার ওইভাবে কমেনি। সহজে ঋণও পাওয়া যায় না। সংস্থাটির বিবেচনায় অন্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে— নীতি নির্ধারণে অস্থিতিশীলতা, প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব, উচ্চ কর হার, করের বিভিন্ন আইনে জটিলতা, বৈদেশিক মুদ্রার নীতি, মূল্যস্ফীতি, নৈতিকতার অভাব, উদ্ভাবনী ক্ষমতার অভাব, শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা এবং জনস্বাস্থ্য। জরিপে মোট ৭ নম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৩ দশমিক ৭৬। তবে অর্থনৈতিক সক্ষমতায় আমরা দুই ধাপ এগুলেও এই একই জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে, অবকাঠামো, আর্থিক খাতের ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, শ্রমবাজারের দক্ষতা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির দিক থেকে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। কৃষি ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশ— বাংলাদেশ অনেক আগেই 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ কাটিয়ে উঠেছে। নিজেদের সক্ষমতার প্রশ্নে আমরা যে এগিয়েছি অনেকটা পথ, তা বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিবেদনই বলে দেয় স্পষ্ট করে। তবে এখানেই থেমে যাওয়ার সুযোগ নেই, সুযোগ নেই আত্মতৃপ্তিরও। বিশ্বজুড়েই আজ প্রতিযোগিতা। প্রতিনিয়ত বৈশ্বিক মানদণ্ডের পরিবর্তন ঘটছে। খাদ্য উৎপাদনসহ অনেক ক্ষেত্রেই ইতোমধ্যে আমরা নিজেদের প্রয়োজনীয়তাকে সমৃদ্ধ করতে পারলেও তা যথেষ্ট নয়। এখনো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে রয়েছি যা শুধু বৈশ্বিক মানদণ্ডেই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার মানদণ্ডেও। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে যেসব বাধা রয়েছে এখনই তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। সীমিত সম্পদ এবং প্রচুর সীমাবদ্ধতার পরও আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ যেন নিজেদের ভুলে বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে সচেতন হতে হবে। আর এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটন।

এখনো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে রয়েছি যা শুধু বৈশ্বিক মানদণ্ডেই নয়, দক্ষিণ এশিয়ার মানদণ্ডেও। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে যেসব বাধা রয়েছে এখনই তা দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। সীমিত সম্পদ এবং প্রচুর সীমাবদ্ধতার পরও আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ যেন নিজেদের ভুলে বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে সচেতন হতে হবে। আর এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটন

The New Nation
Date:02-10-2015 Page 05, Col 1-2 Size: 18 Col*Inc

Higher training of manpower key to achieving higher competitiveness

A WORLD Economic Forum's (WEF) report released in Bangladesh on Wednesday said Bangladesh has moved two notches up in this year's Global Competitiveness Index, riding on progress in managing the macro-economy, health, education and infrastructure. The country's position stood at 107 in 2015-16 from 109 last year among 140 countries. Its overall score stood at 3.8 points on a 1 to 7 points scale.

But the report was however equally critical on corruption, poor governance and political uncertainty as affecting investment and growth. Had there been less corruption and higher stability in which people could feel free from risks in making investments, the country's overall economic growth and business outlook would have been much better and competitiveness higher. The opportunity cost which means we are failing to achieve what we are capable to achieve is still much bigger compared to the growth potentials that Bangladesh economy now enjoys in the hand of a very dynamic entrepreneurial community which has scores of businessmen who are capable of taking global challenges to stay in competitive business in export markets.

It has quite fairly pointed out shortcoming in the areas of good governance, rules of law and reforms in financial sector, capital market and labour laws. These are some areas; which are highly critical to accelerate growth. Moreover, private sector's capacity remained largely unutilized for want of low cost loans where investment also remained overshadowed by rampant corruption in banks and government offices. Investors are failing to take up big project handicapped by uncertain politics and banks liquidity crisis. Banks syndication is not working in this sluggish business environment.

Moreover poor selection of public sector project essentially on political consideration, anomaly in civil administration, extreme political discrimination to certain section of business in using government incentives and lawlessness are some factors holding back the higher growth prospects that the economy is missing. The Center for Policy Dialogue (CPD) in publishing the report said many countries have leapfrogged in the ranking whereas Bangladesh has moved only two notches which should have been much higher. It is still much lower from India which stays at 55th place from last year's 71st. Sri Lanka was ranked 68th from last year's 73rd. Only Pakistan stayed below Bangladesh at 126 position.

The report praised Bangladesh's success in health, primary education, technological readiness and business sophistication. But looking fairly at those areas, health and primary education are beset with rampant corruption where at least 2 to 3 percent of the GDP growth is missing every year from misuse of funds. We believe Bangladesh must go for massive training of its workers and managerial people to achieve higher productivity to ride on higher competitiveness. It is key to higher growth.